যুগান্তর

তারিখ ... 18 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ...

বেহাল উচ্চশিক্ষা

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেইভাবে চলিতেছে উহাতে উচ্চশিক্ষার বেহাল অবস্থাই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানে দলীয়করণ, আত্মীয়করণ ও স্বজনপ্রীতির মহোৎসব চলিয়া আসিতেছে বহুদিন ধরিয়া। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনেও অদল-বদল ঘটিয়া থাকে। পুরাতন উপাচার্য, উপ-উপাচার্যকে বিদায় করিয়া নূতনরা পদে জাঁকাইয়া বসেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশে উহার কোন প্রতিফলন নাই। বৃহস্পতিবার যুগান্তরে প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে জানা যায়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অর্ধেকই মূল শিক্ষা কার্যক্রম হইতে দূরে রহিয়াছেন। অর্থাৎ তাহারা ক্লাস বা পরীক্ষার সহিত যুক্ত নহেন। কেহ গবেষণা বা উচ্চশিক্ষার নামে বিদেশে রহিয়াছেন, কেহবা প্রেষণে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছুটি লইতে পারিবেন না উহা কেহ বলিবেন না। প্রয়োজনে তাহারা অবশ্যই ছুটি লইবেন, গবেষণা করিবেন, বিদেশেও যাইবেন। তবে ছুটি ভোগকারীর সংখ্যা নিশ্চয়ই ক্লাসে নিয়োজিত শিক্ষকদের চাইতে বেশি হইতে পারে না। যেই কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পদ সৃষ্টি হয় চাহিদা অনুযায়ী। এই ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ছুটিছাটার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা হয়। দেশের ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োজিত আছেন ৮ হাজার ৬৮ জন। উহার মধ্যে সাড়ে ৪ হাজার শিক্ষকের মূল শিক্ষা কার্যক্রম হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা কোনভাবেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ইহাকে ছুটি না বলিয়া ছুটির মহামারী হিসাবেই দেখিতে হইবে। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় জারিকৃত এক পরিপত্রে বলা হইয়াছে, 'কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০ শতাংশের বেশি শিক্ষক ছুটিতে থাকিতে পারিবেন না।' শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদরা এই পরিপত্রকে স্বাগত জানাইলেও বাঁকা চোখে দেখিতেছেন একশ্রেণীর শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম কিভাবে চলিবে উহা লইয়া তাহাদের মাথাব্যথা নাই। আপন তরক্কিই হইল মূল কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় নাম থাকিলে তাহারা অনেক কিছুই করিতে পারেন। সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে জাতিকে হিতোপদেশ দিতেও তাহাদের বাধে না। কেবল ছাত্রদের পড়াশোনার ব্যাপারেই শিক্ষকরা সীমাহীন উদাসীন দেখাইয়া থাকেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শিক্ষক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন ক্লাস লইলেও নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়হাজির থাকেন। নানা অজুহাতে ছুটি ভোগ করেন। তাহাদের গাফিলতির কারণে অনেক বিভাগে ক্লাস-পরীক্ষা পিছাইয়া যায়। পরীক্ষা হইলেও ঠিক সময়ে খাতা দেখা হয় না। শিক্ষকরা নানা গ্রুপে বিভক্ত ও দলবদ্ধ থাকিবার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লইতে পারে না। শিক্ষকরা হইলেন জাতির বিবেক ও পথপ্রদর্শক। তাহারা যদি এইভাবে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন তাহা হইলে শিক্ষার্থীরা কি শিক্ষা লইবে? মনে রাখা প্রয়োজন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চলিতেছে জনগণের কষ্টার্জিত অর্থে, অতএব ইহা লইয়া ছিনিমিনি খেলিবার অধিকার কাহারও নাই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আমরা যেমন ছাত্র রাজনীতির নামে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা চাহি না তেমনি অধিকাংশ শিক্ষক মূল শিক্ষা কার্যক্রম হইতে দূরেও থাকিতে পারেন না। অতীতে ধ্যানী ও গুণী শিক্ষকদের নিষ্ঠা ও অব্যাহত জ্ঞান সাধনায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। শিক্ষকরা সচেষ্ট হইলে সেই হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব নহে। তবে সেই ক্ষেত্রে তাহাদের 'ছুটি' প্রবণতা অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে আনিতে হইবে।